দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 12 AUG 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

খুলনা কিশোর কল্যাণ শিক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধের উপক্রম

অমল সাহা, খুলনা অফিস

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে খুলনাতে অবস্থিত কিশোর কল্যাণ শিক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধের উপক্রম।

জানা গেছে, ১৯৬৬ সালের খুলনার রূপসা থানার স্বনবাহিরদিয়া গ্রামে খুলনা কর্ডোভ স্কুল নামে এই শিক্ষা কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়। স্কুলের অধীনে তখন ১৯ একর জমি ছিল। এই জমির মালিক ছিলেন জনৈক অশ্বিনী কুমার রাহা। ১৯৫০ সালে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৫ সালের অর্ডিন্যান্স মোতাবেক এই সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসাবে সরকার গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে এই জমির উপর তৈরি দ্বিতল ভবনে দুষ্ট বালকদের শিক্ষার জন্য স্কুলটি চালু করা হয়। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বর্তমানে এর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়েছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত উক্ত শিক্ষা কেন্দ্রে দ্বিতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্কুলের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭৬ সাল থেকে পুনরায় স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে সেখানে দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আবাসিক ছাত্রদের শিক্ষাকার্যক্রম চালু রয়েছে। দু'জন খন্ডকালীন সহ মোট ৫ জন শিক্ষক ও ৫০ জন ছাত্র রয়েছে এই স্কুলে।

খুলনা কিশোর কল্যাণ শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ফকির আব্দুস সালাম জানান, থাকার জায়গা ও ক্লাস রুমের অভাবের জন্য স্কুলে বেশি ছাত্র ভর্তি করা সম্ভব হচ্ছে না। স্কুলে আসবাবপত্র নেই। নেই বিনোদনের কোন ব্যবস্থা। ব্যক্তি উদ্যোগে স্কুলের জন্য একটি টেলিভিশন যোগাড় করা হয়েছে। অতীতে সমাজ সেবা অধিদফতর থেকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা করা হতো। গত দু'বছর ধরে তা বন্ধ রাখা হয়েছে। স্কুলের অধীনে একসময় ১৯ একর জমি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তার প্রায় অর্ধেক জমি নেই। সুবিধাবাদী কিছু লোক নানা কায়দায় প্রায় ৮ একর সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে।

জানা গেছে, খুলনা ও চট্টগ্রামে একই সময়ে পৃথক দু'টি কর্ডোভ স্কুল (বর্তমান কিশোর কল্যাণ শিক্ষা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকায় চট্টগ্রামের স্কুলটি বর্তমানে কলেজিয়েট স্কুলে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সরকারের অবহেলার কারণে খুলনা কিশোর কল্যাণ শিক্ষা কেন্দ্রটি বন্ধের উপক্রম হয়েছে।